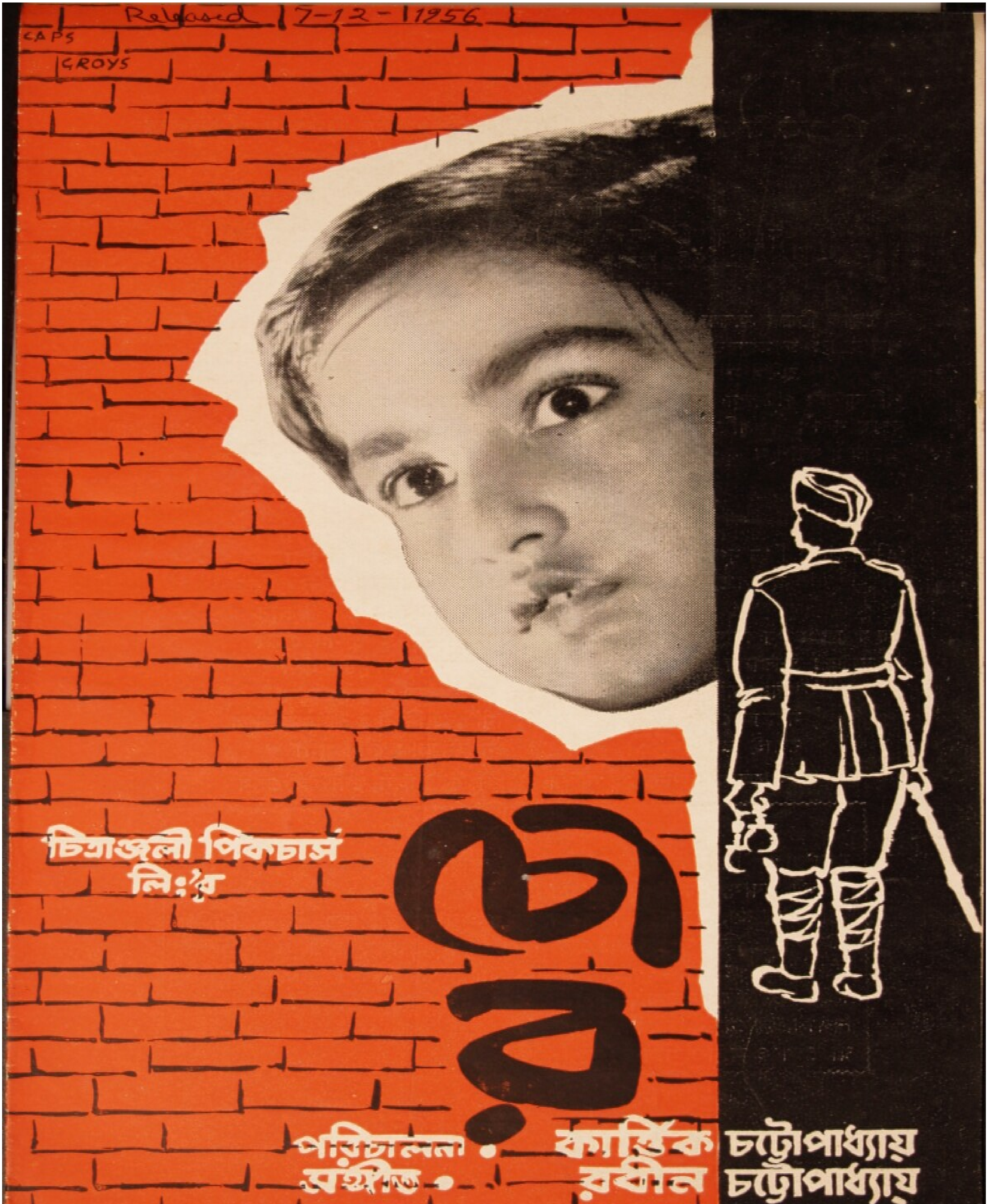
Released 7-12-1956
CAPS
GROYS
চিত্রাঞ্জলী পিকচার্স
লিঃ'র
চোর
পরিচালনা : কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত : রবীন চট্টোপাধ্যায়

চিত্রাঞ্জলি পিক্‌চার্স প্রাইভেট লিঃ এর নবতম নিবেদন

চোর

কাহিনী : মণি সিংহ
কাহিনী পরিবর্দ্ধন ও সংলাপ : প্রবোধকুমার সান্যাল
পরিচালনা : কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত : রবীন চট্টোপাধ্যায়

আলোক চিত্র : অমূল্য মুখার্জ্জি
শব্দ যন্ত্রী : শ্যামসুন্দর ঘোষ (সঙ্গীত)
সুশীল সরকার (সংলাপ)
পরিস্ফুটন : পঞ্চানন নন্দন
ব্যবস্থাপনা : পশুপতি মুখার্জ্জি
প্রচার : ক্যাপ্‌স

শিল্প নির্দ্দেশ : সৌরেন সেন
সম্পাদনা : হরিদাস মহলানবীশ
গীত রচনা : প্রণব রায়
তত্ত্বাবধানে : দীনেশ মিত্র
স্থির চিত্র : আলোছায়া ষ্টুডিও (রাজপুর)
নৃত্যপরিচালনা : বালকৃষ্ণ মেনন

কর্মসচিব : নরেন মণ্ডল, খগেন নস্কর

--সহকারীগণ—

পরিচালনা : প্রিয় মুখার্জ্জি
সুধীর চ্যাটার্জ্জি
শব্দ যন্ত্রী : চঞ্চল ঘোষ ও গজেন পরিদা
পরিস্ফুটন : তারাপদ চৌধুরী
অবনী মজুমদার
সত্যেন বোস
বলাই ভদ্র

সঙ্গীত : উমাপতি শীল
আলোক চিত্র : সুশান্ত মিত্র
শিল্প নির্দ্দেশ : গোপী সেন
মঞ্চ নির্মান : পুলিন ঘোষ
রূপসজ্জা : কার্ত্তিক দাস
ব্যবস্থাপনা : সুবল দাস
মৃত্তিকা শিল্পী : প্রহ্লাদ পাল
সাজসজ্জা : শেরআলী

আলোক সম্পাতে : পৃথ্বিশ চৌধুরী, কেষ্ট দাস, গোপাল ঘোষ

রূপায়ণে

সন্ধ্যারাণী, বিকাশ রায়, মাঃ শুম্‌, সুখেন, ইরা মুখার্জ্জি, জহর রায়, জীবেন বোস, দিলীপ রায় চৌধুরী, সত্য বন্দ্যোঃ, তুলসী চক্রবর্ত্তী, তুলসী লাহিড়ী, ছন্দা, গীতা, চিত্রা মণ্ডল, রঞ্জিৎ রায়, প্রেমাংশু বোস, শিশির বটব্যাল, প্রীতি মজুমদার, বেচু সিং, মণি শ্রীমানি, ছবি রায়, অনিল চক্রবর্ত্তী, পরিতোষ, মনোরমা, আশা, কান্তি, মনতোষ (এ্যাঃ), অজন্তা, তরুণ, গৌতম, মৃত্যুঞ্জয়, পঞ্চানন, দেবকুমার, সুধীর, মিণ্টু, কেষ্ট সরকার, দিলীপ, সৌমেন, জীবন সাহা, ইন্দ্রনারায়ণ ব্রহ্ম, জ্যোতি, বিজু, প্রাণ, রাইচরণ ও আরও অনেক শিশু শিল্পী।

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে গৃহীত
পরিবেশনায় : নর্মদা চিত্র

স্বাভাবিক কৌতূহলে ও বিচারবোধের অভাবে কিশোর মন নিজেরই অজ্ঞাতে পঙ্কিলপথে নেমে আসে, পিতামাতা তার খোঁজ রাখেন না।

মুকুলেরও হোল তাই। পিতা অনুপম ব্যস্ত তাঁর নিজের কাজে, আর মা শ্রীলেখা ব্যস্ত সংসারের নানা ঝামেলায়। এ সব কাটিয়ে আছে—সিনেমা, থিয়েটার ও সার্কাসের আকর্ষণ। ছেলের জন্য ভাবনা কি? মাষ্টার আছে, স্কুল আছে, সময়মত খেতে দেবার জন্য ঠাকুরও আছে। অবাধে পাওয়া এই স্বাধীনতায় কিশোর মনের অদম্য কৌতূহল মেটানোর সুযোগ আসে। প্রথম প্রথম মুকুল স্কুল কামাই ক'রে ঘুরে বেড়াতে শুরু ক'রে, পরে স্কুলের মাইনের টাকা খরচ ক'রে বন্ধুবান্ধবদের খাওয়ায়। একদিন তো এক সহপাঠির কলমই চুরি করে বসলো। া পড়ে শিক্ষক মহাশয়ের কাছে তিরস্কৃত হয়।

অতর্কিতে মুকুলের সঙ্গে বংশীর পরিচয় হয়। ার বেগে একটি ছেলে মুকুলের সামনে দিয়ে ছুটে গেল, সঙ্গে সঙ্গে জন কয়েক লোকও ছুটে আসে 'চোর' 'চোর' বলে। সে কাউকে এ দিকে যেতে দেখেছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় মুকুল অস্বীকার করে। বংশী ফিরে এসে মুকুলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। মুকুলের জীবনে বংশী-রূপী দুষ্টগ্রহের প্রভাব বাড়তে থাকে।

একদিন সার্কাসে আবার তাদের দেখা। বংশী বলে—'সার্কাস তো দেখ্‌লি, এবার

আমার ম্যাজিক দেখ্।' বলেই বুকিং—কাউন্টারে হাত ঢুকিয়ে কৌশলে কিছু টাকা ছিনিয়ে নেয়। মুকুলের কাছে সবটাই বিস্ময়। এ দিকে পেছনে 'চোর' 'চোর' বলে যারা ছুটে আসছিল, বংশী তাদেরই দলে মিশে গিয়ে তাদের অন্যপথে চালনা করলো। মুকুল আশ্চর্য হ'য়ে গেল বংশীর বুদ্ধি ও সাহস দেখে। তারপর মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকে অনুসরণ করতে থাকলো।

মুকুলকে বংশী নিয়ে এলো নিজেদের আড্ডায়। সে এক বিচিত্র চক্রব্যূহের মত যায়গা, একবার ঢুকলে আর বেরোবার উপায় থাকেনা। মূর্ত্তিমান দৈত্যের মত একটি লোক এদের সর্দ্দার,—যার তার অসংখ্য চোর, নানা বেশে ঘুরে বেড়ায় সহরের বিভিন্ন দিকে। এখানে ন্যায়ের কোন বালাই নেই, অন্যায়ের দিকটাই প্রশস্ত।

ক্রমে ক্রমে বাড়ীর সঙ্গে মুকুলের সম্পর্ক ছিন্ন হোল। অনুপম ডায়েরী করলো থানায়, পথে পথে খুঁজে বেড়ালো ছেলেকে। মা শ্রীলেখা ছেলের জন্য অশান্ত হ'য়ে উঠলো। দুজনেই বুঝতে পারলো ছেলের সঙ্গে তাদের ব্যবহারের একটা ফাঁক ছিল, তাদের সতত অবহেলায় ছেলের স্বভাব বাঁকা পথে চলে গিয়েছে।

পুলিশ সহরের সর্বত্র কড়া নজর রেখেছে। তাদের তৎপরতার অভাব নেই। সমাজের দেহ থেকে এই দুষ্ট ক্ষতকে দূর করতে তারা বদ্ধপরিকর। ডাকাত সর্দ্দার শঙ্কিত হোল, বুঝতে পারলে মুকুলকে এই পৃথিবী থেকে সরাতে না পারলে, পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। খবর পেয়ে বংশী ছুটে এলো সর্দ্দারের কাছে, প্রাণ ভিক্ষা চাইলো মুকুলের। বংশী সর্দ্দারের বিশস্ত অনুচর, তার কাতর আবেদনে সর্দ্দার রাজী হোল।

এক ঘন অন্ধকার রাতে বংশী মুকুলকে নিয়ে বেরোলো। সর্দ্দারকে দেখাতে হ'বে মুকুলের শক্ত মনের দিকটা।—কিন্তু সব ব্যর্থ হোল। পুলিশ ঘিরে ফেলেছে সমস্ত দলটিকে।—সর্দ্দার প্রচণ্ড আক্রোশে মুকুলকে লক্ষ্য করে পিস্তল ছাড়লো। বাড়ীর কার্নিশ থেকে লুটিয়েও পড়লো একটি দেহ, কিন্তু যে পড়লো সে তো মুকুল নয়—বংশী মুকুলকে বাঁচাতে গুলির সামনে কি বংশী নিজের বুক এগিয়ে দিয়েছিল ? কিন্তু মুকুলের কি হোল ?

(১)

আমি বসন্তেরই ফুলপরী গো, বসন্তেরই ফুলপরী
ফাগুন দিনের স্বপ্নে ছিলাম ধরায় এলাম রূপধরি
আমি প্রজাপতির সনে নাচি উতল বনে
মোর কণ্ঠে দোলে বকুল মালা কর্ণে চাঁপার মঞ্জরী
দখিন হাওয়া আমার গানে ছন্দ পায়
কোন রাখালের নিঝুম বাঁশী ঘুম ভেঙে
আমার সুরে সুর মিলায়
বকুল বনের পাখি আমায় বলে ডাকি
তুমি কি সেই রূপকাহিনীর স্বপ্নে দেখা সুন্দরী।

(২)

নাচ্ নাচ নাচ্ নাচ্ নাচ্ নাচ্ নাচ্ নাচ্ নাচ্ বাবুয়া
নাচ্ বাবুয়া নাচ্ বাবুয়া
ঠুমুক ঠুমুক নাচ্ বাবুয়া।
আরে বাবুয়া যাবে শ্বশুর বাড়ি আনতে রাঙা বৌ
আর সেথায় খাবে ডাল রুটি আর মহুয়া ফুলের মৌ!
বাবুয়া জামাই সেজেছে
বাবুয়া দুল্‌হা বনেছে—
বাবুয়া বর সেজেছে—
আরে পট্‌পটি মটপটি কটকটি করিয়া
জ্বর ছেড়ে যা, যাঃ, যাঃ
আরে বাবুয়া যাবে সাদী করতে
হাওয়া গাড়ী চরে
আর রুবী যাবে নেওতা খেতে
গলার মালা পরে

আহা বাবুয়া টোপর পরেছে—
রুবী ঢোলক ধরেছে—
এই নাচ্ নাচ্ নাচ্ নাচ্ নাচ্ নাচ্ নাচ্ নাচ্ নাচ্ বাবুয়া
নাচ্ বাবুয়া, নাচ্ বাবুয়া।

(৩)

ও বাবু ও যানেওয়ালে— ....হুঁসিয়ার
আমি আজব ঘোড় সাওয়ার,
আমার ঘোড়ার নেই কো জোড়া, তিন পা ল্যাংড়া তার।
আমার ফৌজি ঘোড়া মৌজে চলে, চাবুক মারা মিছে
এক কদমসে আগে যায় তো সাত কদম যায় পিছে,
তফাৎ যাও ও যানেওয়ালে, সামাল ! খবরদার ! হুঁসিয়ার !
আমি কেউকেটা নই, বীর বাহাদুর রাজপুতনার রহিস
কত লাট বেলাট আর নবাব আমার আস্তাবলের সহিস
আমি হাওয়ার সাথে লড়াই করি চালাই তলোয়ার
আমি আজব ঘোড়সাওয়ার।

—কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

১। সত্যেন্দ্রকুমার বসু, বার-এট্-ল, আইন মন্ত্রী
২। হরিসাধন ঘোষ চৌধুরী, আই-পি, জে-পি,
৩। বি, আর, গুপ্ত, আই-এ-এস, (জেলাশাসক ২৪ পরগণা)
৪। আর, এন, চাটার্জি, আই-পি-এস, জে-পি,
৬। (বিষ্ণুপুর শিক্ষা সঙ্ঘ)
৭। লক্ষ্মীনারায়ণ মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান
৮। শ্যামবাজার লঞ্চ সিণ্ডিকেট
৯। সুন্দরবন ডেভেলপ্মেণ্ট
লঞ্চ সিণ্ডিকেট (ক্যানিং)
১০। বোস এণ্ড সন্স লিঃ
(গড়িয়াহাটা)
১১। ক্যানিং রিক্রিয়েসন ক্লাব
১২। কল্পতরু এজেন্সী

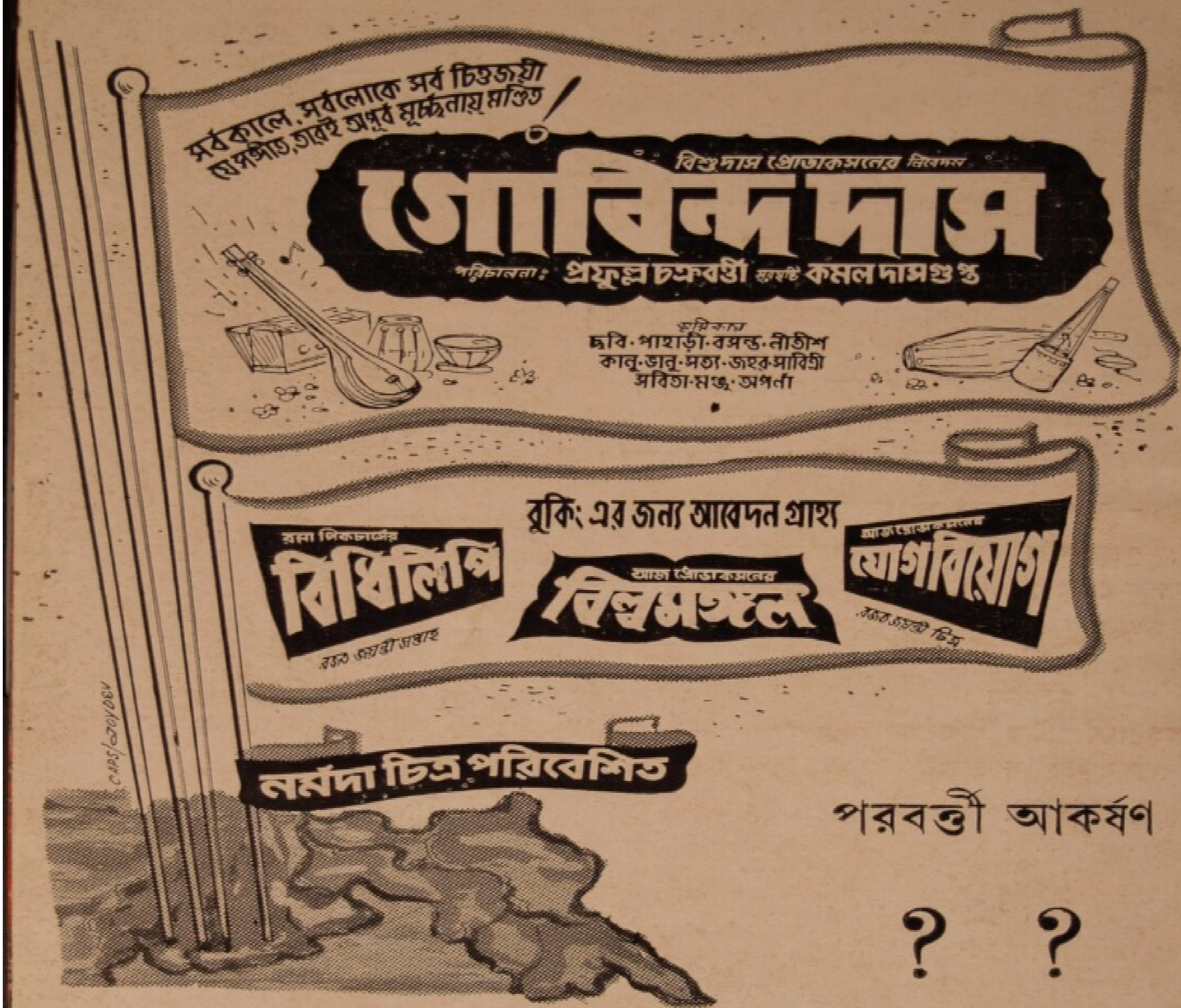

পরবর্ত্তী আকর্ষণ

? ?

নর্মদা চিত্র, ৩২এ, ধর্মতলা স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও
দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া, ৩।১, মোহন বাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য দুই আনা